মূল শব্দাবলীঃ
বিশ্বাস
প্রত্যয়
সমর্পন করা
অবিচল

**Islamic Religious Council of Singapore**

**Eidul-Adha Sermon**

**7 June 2025 / 10 Zulhijjah 1446H**

# আল্লাহ এবং তাঁর আদেশের প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয়

اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ،

اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ،

اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ،

اللهُ أَكبَرُ كُلَّما أَحرَمَ الحُجَّاجُ وَدَخَلُوا مَكَّةَ سَالِمِينَ آمِنِينَ ،

اللهُ أَكبَرُ كُلَّما لَبَّى أَلسِنَةُ المُسلِمِينَ المُؤمِنِينَ ،

اللهُ أَكبَرُ كُلَّما طَافُوا بِالبيتِ الحَرَامِ مُلَبِّينَ مُطِيعِينَ،

اللهُ أَكبَرُ كُلَّمَا سَعَوا بَينَ الصَّفا وَالمَروَة ذَاكِرِينَ مُكَبِّرِينَ،

اللهُ أَكبَرُ كُلَّما وَقَفُوا بِعَرَفَةَ مُحسِنِينَ مُستَغفِرِينَ،

اللهُ أَكبَرُ مَا حَلَّلُوا وَقَصَّرُوا وَنَالُوا دَعوَةَ نَبِيِّنَا فَرِحِينَ حَامِدِينَ،

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَصَّ بِالْحَجِّ ذَا الْحِجَّةِ، وَحَطَّ الذُّنُوبَ عَمَّن قَصَدَ فِيهِ الْبَيْتَ الحَرَامَ وَحَجَّهُ، وَعَظَّمَ الأَجْرَ لِمَنْ أَظهَرَ فِيهِ التَّكبِيْرَ وَعَجَّهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي كَسَاهُ مِنْ حُلَلِ النُّبُوَّةِ وَالْبَهْجَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا حَمَلَ سَحَابٌ مَاءً وَمَجَّهُ. فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

**মহান আল্লাহর সকল বান্দাগণ,**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যত রহমত দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাকবীর পাঠ করি আল্লাহর মহত্ব ঘোষণার জন্য, এবং তিনি আমাদের উপর যে রহমত দিয়েছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসাসূচক তাহমিদ পাঠ করি। আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন সবসময় আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন, এবং সকল রহমত দান করেন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

**উপস্থিত সম্মানিত সুধী,**

ঈদুল আযহার মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের অনেক বিষয় আছে। যে ঘটনা নিয়ে আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং যা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত তা হল হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) **বিশ্বাসের** কঠিন পরীক্ষা। তিনি সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইলকে কুরবানী করার আদেশ দিয়েছিলেন। ইসমাইল (আঃ) ছিলেন দীর্ঘ অপেক্ষার পর লাভ করা পুত্র। সেই ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরাহ আস-সাফফাত এর ১০২ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

যার অর্থঃ *" অতঃপর যেখন সেই বালক তার পিতার সহিত কাজ করিবার বয়সে উপনীত হইল, তখন ইব্রাহিম বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আমি তোমাকে কুরবানী করিতেছি। এখন বল, তোমার অভিমত কি।' উত্তরে সে বলিল, 'হে আমার পিতা! আপনি তাহাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।'"*

কাজটা অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্বেও, এবং সেই কাজের উদ্দেশ্য পুরোপুরি উপলব্ধি না করেও, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) দ্বিধাহীনচিত্তে আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেদের **সমর্পন** করেছিলেন।

তাঁদের **অবিচল বিশ্বাস** ও **প্রত্যয়ের** কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই পরীক্ষার সমাপ্তি টেনেছিলেন তাঁদের উপর তাঁর অতুলনীয় করুণা বর্ষণের মাধ্যমে।

**اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ**

**اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ**

**উপস্থিত সুধী,**

আজ আমরা কুরবানীর সেই অসামান্য উদাহরণটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করব। এই কাহিনী আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়? আমরা সেই

শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি? এবং তার প্রয়োগের ফলে আমাদের জীবনে কি ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর তাৎক্ষণিক ইচ্ছাকে।

কোন কারণে তাঁদের মধ্যে এই ইচ্ছার জন্ম হয়েছিল? কিসের কারণে একজন পিতা নির্দ্বিধায় তাঁর সেই পুত্রকে কুরবানী করতে চান যাকে পাওয়ার জন্য তিনি বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছিলেন? এবং কোন কারণে পুত্র বিনা বাধায় নিজেকে **সমর্পন** করেছিলেন যাতে কিনা পিতা তাঁর প্রভুর আদেশ পালন করতে পারে?

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, পিতা ও পুত্রের সেই ইচ্ছার কারণ হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি, এবং তাঁর সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ স্বত্বার প্রতি পরম **বিশ্বাস** ও **প্রত্যয়** বজায় রাখা, আর কিছুই না।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বিশ্বাস এমন অনড় ছিল যে সকল রাজার রাজা যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তিনি কখনও এমন মানুষদের হতাশ করেন না যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে এবং একমাত্র তাঁর কাছেই নতি স্বীকার করে। তাঁরা জানতেন যে আল্লাহ বান্দার বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে সম্মান দেখান সঠিক পথ নির্দেশনা, অসীম করুণা এবং অপরিমেয় পুরস্কারের মাধ্যমে। ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) যেহেতু তাঁদের বিশ্বাসে অটল ছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের ঈমানের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা একটি হাদিস কুদসিতে এইভাবে আছেঃ

**أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي**

যার অর্থঃ "যখন আমার বান্দা আমার কথা মনে করে, আমি তখন সেই বান্দার।"(আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি **অবিচল বিশ্বাস** ঐ দুই নবীর। আল্লাহর জ্ঞান, করুণা, ও প্রতিশ্রুতির উপর ছিল পূর্ণ আস্থা। এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের **প্রত্যয়ের** পুরস্কার দিয়েছেন পিতা ও পুত্রকে। যেহেতু তাঁরা সকল জ্ঞান, করুণা ও সিদ্ধির মালিক আল্লাহর উপর আস্থা রেখেছেন, সেহেতু আল্লাহ তাঁদের হয়েছেন।

**প্রিয় ভাই ও বোনেরা,**

এটাই শিক্ষনীয় বিষয়। আমাদেরকে সবসময় ভাল চিন্তা করতে হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি **অবিচল বিশ্বাস** রাখতে হবে, এবং তাঁর উপর **আস্থা** ও **প্রত্যয়ের** প্রমাণ দিতে হবে।

ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর এই কাহিনী এবং তার সাথে জড়িত দৃষ্টিকোণ-পরিবর্তনকারী হাদিস কুদসীটি গভীরভাবে আমাদের সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক। আমরা যখন আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে দেখি, বিশেষ করে সেই স্থানের কথা ভাবি যেখানে ক্রমাগত অবিচার ও নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে, তখন আমাদের অনেকেরই কষ্ট হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি **প্রত্যয়** ধরে রাখতে এবং তাঁর উপর **অবিচল আস্থা** রাখতে।

যখন আমরা অবিচারের কষ্ট, নিপীড়নের অন্ধকার, এবং হতাশায় নিমজ্জিত মিনতির সময় সবাইকে নীরব থাকতে দেখি, যখন আল্লাহর আদেশের যথার্থতা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়, যখন বুঝতে পারিনা কেন তিনি এমন অবিচার ও নিপীড়নকে অব্যাহত থাকতে দিচ্ছেন, তখন সন্দেহ আমাদের কানে ফিসফিস করতে পারে এবং আমাদের বিশ্বাস বিচলিত হতে পারে।

কিন্তু আমাদেরকে সেই সন্দেহকে দমন করতে হবে এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তা করতে হবে নিজেদেরকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কার্যক্রম মানুষের বোধের সীমার বাইরে। তিনি আল-আলীম বা সর্বজ্ঞানী, যাঁর জ্ঞান নিখুঁত, পরম, এবং সর্বব্যাপী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত, আর সেখানে আমরা দেখতে পাই কিছু টুকরো চিত্র। আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সময়ের কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, অথচ আমাদের বোধ শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের সীমানার মধ্যে সীমিত।

এটা জানার পর আমাদেরকে আল্লাহর আদেশকে এবং মানুষ ও সমাজের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাঁর ক্ষমতা্র প্রতি বিশ্বাসকে আমাদের অন্তরের গভীরে স্থাপিত করতে হবে। এবং সবসময় আল্লাহ যে সমস্ত আদেশ জারি করেছেন সেই বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি সর্বদা **অবিচল বিশ্বাস** রাখতে হবে।

সত্যই, এটা আমাদের **বিশ্বাস** ও **আনুগত্য প্রদর্শনের** এক বড় পরীক্ষা, যেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরাহ আস-সাফফাত এর ১০৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ١٠٦

যার অর্থ, "*নিশ্চয়ই, ইহা ছিল একটি স্পষ্ট পরীক্ষা।*"

যদিও, তার পরের আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧

যার অর্থঃ "*এবং আমরা তার পুত্রকে মুক্ত করিলাম একটি কুরবানীর বিনিময়ে।*"

এই আয়াতগুলিতে যা বলা হয়েছে তা হল, যদি আমরা **বিশ্বাস** ও **আনুগত্যের** সহিত আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন হই, যেমনটি হয়েছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ), তাহলে তিনিই তার সমাধান করে দিবেন ঠিক যেভাবে তিনি ইসমাইল (আঃ) এর পরিবর্তে একটি পশুকে পাঠিয়েছিলেন কুরবানীর জন্য। সেই রকম দৈব সহায়তা শুধুমাত্র তাঁদের জন্য যাঁরা তাঁর উপর পূর্ণ ঈমান এনেছেন, তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে **সমর্পন** করেছেন, এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে তাঁর আদেশের প্রতি **অবিচল প্রত্যয়** ব্যক্ত করেছেন।

**اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ**

**اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ**

## প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এবার আমরা পরের প্রশ্নে যাই - এই শিক্ষাকে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, আসুন আমরা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তটিকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি **অবিচল বিশ্বাস** ও **প্রত্যয়** শুধুমাত্র তাঁর অন্তকরণে ধারণ করেই রাখেননি, তিনি কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণও করেছিলেন যখন তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য তাঁর পুত্রকে মুখ নীচু অবস্থায় বেদীর উপর শুইয়ে দিয়েছিলেন এবং ছুরি বের করেছিলেন।

## প্রিয় সুধী,

আমাদেরকেও প্রমাণ দিতে হবে যে আমরা আমাদের অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি **বিশ্বাস** ও **প্রত্যয়ের** ধারণ করি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কেবলমাত্র মুখের কথায় সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, সেই বিশ্বাসকে আমাদের

জীবনের অংশ করতে হবে। তবে আজ আমাদেরকে **বিশ্বাস** ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য এমন কোন আদেশ দেয়া হয়নি যেমনটি দেয়া হয়েছিল ইব্রাহিম (আঃ) কে। আমাদের **বিশ্বাস** কে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ভিন্নভাবে। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে সংঘাত তাকে মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে, কারণ সেখানে সফল হলেই আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশের প্রতি অটল **বিশ্বাস** দেখাতে সক্ষম হব।

আমাদেরকে বলা হয়েছে অন্তরের সেই কালিমাময় অপবিত্রতাটুকু মুছে ফেলতে যা ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করেছিল, যাতে আমরা কালিমামুক্ত হয়ে অধিকতর নিবেদিত বান্দা হিসাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারি। কুরবানী করতে হবে অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখানোর মানসিকতাকে যা আমাদের আন্তরিকতাকে ম্লান করে দেয়, যাতে আমরা পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করতে পারি।

দূর করতে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাকে যার কারণে আমরা নিজেকে অন্য আরেকজনের তুলনায় ভাল মনে করি। সেই মনোভাব নিয়ে আমরা অন্যের প্রতি সুবিচার করতে পারব না, সম্মান ও সমতার সাথে আচরণ করতে পারব না। আমরা যেন আমাদের সেইসব নেতিবাচক অভ্যাসগুলি বর্জন করি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কলুষিত করে। ফলশ্রুতিতে আমরা জীবনযাপন করতে সক্ষম হব খলিফাদের মত যাঁদের দায়িত্ব এই পৃথিবীর সুরক্ষা।

আমরা যেন আমাদের ক্রোধকে দমন করতে পারি ধৈর্য্য এবং প্রশান্তির স্বার্থে। আমরা যেন উদাসীনতা দূর করি স্মৃতি এবং স্বচ্ছতার স্বার্থে। এবং সর্বোপরি, আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় আমরা যেন আমাদের অবাধ্য স্বভাব দূর করি।

এইভাবেই আমরা আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারব। এই সংগ্রামের প্রতিই আমাদেরকে আহবান করা হয়েছে যাতে আমরা সেইসব বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হতে পারি যাঁরা সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার

প্রতি **অটল বিশ্বাস** রেখেছেন, তাঁর দৈব আদেশের প্রতি **অবিচল আস্থা** রেখেছেন, এবং এটা বিশ্বাস করেছেন যে আল্লাহ সুবিচার করবেন সেখানে যেখানে তা প্রাপ্য, তাদেরকে শক্তি দিবেন যারা তার যোগ্য।

**اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ**

**اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ**

**ভাই ও বোনেরা,**

এখন আমরা শেষ প্রশ্নে পৌঁছেছি – এই শিক্ষার প্রয়োগ করা হলে আমাদের জন্য কেমন রূপান্তর অপেক্ষা করছে?

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে যে রূপান্তর তা কোন ব্যাক্তিগত পরিবর্তন নয়, বরং তা গভীরভাবে সামাজিক। আমরা যখন এই শিক্ষাকে আত্মস্থ করি এবং তা প্রয়োগ করি, এবং আমাদের অন্তরের কালিমা, যেমন অহংকার, ঈর্ষা, বিরক্তি, এগুলিকে মুছে ফেলি, তখন আমাদের অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি, তাঁর জ্ঞান ও আদেশের প্রতি গভীর **প্রত্যয়** ও বিশ্বাস লালন করা সহজতর হবে। এবং এই **প্রত্যয়** এমন নয় যে তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বাভাবিকভাবেই।

তখন আমাদের আশেপাশের মানুষজন তা অনুভব করতে শুরু করবে। একজনের **প্রত্যয়** অন্য আরেকজনের প্রত্যয়কে অনুপ্রাণিত করবে। আল্লাহর উপর আমাদের বিশ্বাস অন্যদের জন্য শক্তির উৎস হয়ে ওঠবে। যখন একজন দৃঢ়তা দেখায়, অন্যরাও তখন দৃঢ়তা দেখাতে শুরু করে। এইভাবেই প্রত্যয়ের বিস্তার ঘটে যা একতাবদ্ধ ও আধ্যাত্মিকভাবে অভঙ্গুর একটি সমাজ তৈরীতে সহায়তা করে। এটাই হচ্ছে সেই গভীর রূপান্তর যা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে

আছে যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর আদেশের প্রতি আমাদের **অবিচল বিশ্বাস** ও **প্রত্যয়** বজায় রাখতে পারি।

**আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,**

আমাদের সামনে যে গভীর সামাজিক দৃঢ়তা, বিশ্বাস এবং ঐক্য অপেক্ষা করছে তা বুঝতে পারার পর আসুন আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতীজ্ঞা করি যে আমরা আমাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করব, এবং ক্বালবুন সালিম বা পবিত্র অন্তর লাভের জন্য চেষ্টা করব যে অন্তর হবে বিশ্বাস, ধর্মভীরুতা ও প্রত্যয়ে পূর্ণ।

পরম করুণাময় ও কৃপানিধান আল্লাহ যেন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করে দেন এবং দৃঢ়, একতাবদ্ধ, সহানুভূতিশীল, ও পরদুঃখকাতর একটি সমাজ তৈরীর জন্য আমাদেরকে পথ দেখান।

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সেইরকম একটা জনগোষ্ঠীতে পরিণত করুন যারা ধর্ম **বিশ্বাসে** অটল, সংকল্পে স্থির, এবং সবসময় আপনার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত। আমাদেরকে শক্তি দিন যা দিয়ে আমরা সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারব, এমন প্রজ্ঞা দিন যা দিয়ে আমরা আমাদের জীবনে সঠিক পথে চলতে সক্ষম হব, এবং সেই পথনির্দেশনা দিন যা আমাদেরকে অনন্তকাল আপনার সন্তুষ্টিলাভের পথে রাখবে। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

**أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم**

## **Second Khutbah**

**اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ،**

**اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ،**

**اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ**

**الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.**

**أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.**

**وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.**

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَبِلَادَنَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِينَ، وَكَيْدِ الْمُعْتَدِينَ، وَظُلْمِ الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ يَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَيَا هَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، وَانْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.